গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাজেট শাখা

বিষয়: বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র ১৬-০৮-২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতির নাম	:	**জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ**
সভার তারিখ	:	**১৬-০৮-২০১৭**
সভার স্থান	:	**এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ**

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর আওতায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অন্যান্য বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব জনাব নাজিমউদ্দিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে গত ১৬-০৮-২০১৭ তারিখ এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' হিসেবে সংযুক্ত করা হলো।

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি হিসাবরক্ষন, বাজেট প্রণয়ন ও অডিটিং কাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সভাকে বলেন যে, এই ৩টি বিভাগের কাজ রাষ্ট্রের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি আরও নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার জন্য আহবান জানান। উপ-সচিব(বাজেট)কে সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচনার জন্য আহবান জানানো হলে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা/পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তা হলো (ক) বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (খ) রাজস্ব আহরণ পরিকল্পনা (গ) ব্যয় পরিকল্পনা অনুন্নয়ন/উন্নয়ন এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন বিভিন্ন অপারেশন ইউনিট এবং কর্মসূচির কোয়ার্টারভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট এ বিভাগের জন্য আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯৯৩,৯১,৪৬,০০০.০০ টাকা এবং ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ২২২৪,৩৩,০০,০০০.০০ টাকা। প্রদত্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয় বরাদ্দের ভিত্তিতে এ বিভাগসহ ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে । অদ্যকার সভায় অনুমোদিত হলে তা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। তিনি প্রণীত সকল দপ্তরের পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন।

২.২ অর্থ বিভাগের উপ-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারের আয় ও ব্যয় কার্যক্রম যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ও সময়নিষ্ঠ (Time Bound) পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাজেট বাস্তবায়ন সাধারণত অর্থবছরের প্রথমার্ধে ধীরগতিতে চলে। অর্থবছরের শুরুর দিকে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের পরিমাণও কম থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, মেরামত, সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পূর্ত এবং মালামাল ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে অর্থ বছরের শেষ দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। তিনি কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণসহ বাজেট বাস্তবায়নে আন্তরিক ও সচেষ্ট হওয়ার আহবান জানান ।

২.৩ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিপিসি'র জন্য নির্ধারিত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২০০০.০০ কোটি টাকার কোয়ার্টারভিত্তিক প্রতিবেদন এখনও প্রস্তুত করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে বিপিসি'র পরিচালক জানান যে, বিপিসি'র জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবসরে প্রস্তাবিত বাজেটে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০০০০০ কোটি টাকা কিন্তু এ বিভাগের MTBF বাজেট পুস্তিকায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০০.০০ কোটি টাকা; যা এ অর্থবছরে বিপিসির পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

২.৪ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) অফিস ভবনে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সৌর বিদ্যু প্যানেল/সিস্টেম স্থাপন কর্মসূচীর প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হলে এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাক্কালিত ব্যয় প্রত্যয়ন করা হয়েছে। কর্মসূচিটি অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

২.৫ সভায় উপ-সচিব (প্রশাসন-২) ও এপিএ'র ফোকাল পয়েন্ট ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন ফোকাল পয়েন্ট বিস্তারিত উপস্থাপণ করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, এপিএর মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল/কারিগরি কমিটিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচক, লক্ষ্য মাত্রা এবং খসড়া স্কোর নিয়ে বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (বিএমসি)'র সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (বিএমসি)'র সভায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেট সম্পাদিত চুক্তির কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন, লক্ষ্যমাত্রা ও খসড়া স্কোর বিষয়ে পুঙ্খানুপুংখ আলোচনা করা হয়। এতে এ বিভাগের স্কোর সর্বসাকুল্যে অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৬.৫ ভাগ।

২.৬. হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক সভায় বলেন যে, অফিসে ব্যবহারের জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মাইক্রোবাস ক্রয়ের অনুমোদন না পাওয়ায় বিগত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত দেওয়া হয় এবং চলতি অর্থবছরের বাজেটেও এ সংক্রান্ত বরাদ্দ নাই। বর্তমান অর্থবছরে মাইক্রোবাস ক্রয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে তবে বাজেটে বরাদ্দ না থাকায় গাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে সভাপতি এ বিভাগের থোক বরাদ্দ হতে এ ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগে যোগযোগ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

২.৭ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান সভায় বলেন যে, আয় বাস ++ সফটওয়ারে কন্সালটেন্সি ফি কোড সংযুক্ত না থাকায় বাজেট বরাদ্দ এন্ট্রি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা সভায় বলেন যে, ডাবল ষ্টারযুক্ত (**) কোড সমূহের বরাদ্দ মন্ত্রণালয়ের ইউজার আইডি দিয়ে এন্ট্রি দিতে হবে।

০.৩ বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

ক) এ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন) এবং প্রাপ্তির কোয়ার্টারভিত্তিক বিভাজন অনুমোদন করা হল;

খ) বিপিসি'র প্রাপ্তি খাতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রার যে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে তা অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল এবং NTR বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করতে হবে। তবে MTBF বাজেট পুস্তিকায় যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী কোয়ার্টারভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তথ্য প্রেরণ করতে হবে;

গ) হাইড্রোকার্বন ইউনিট অফিসে ব্যবহারের জন্য মাইক্রোবাস ক্রয়ের অর্থ থোক বরাদ্দ হতে নির্বাহের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

ঘ) ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

ঙ) বিপিআই অফিস ভবনে "সৌর বিদ্যুত প্যানেল স্থাপন" কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

০.৪ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
১৭.০৮.২০১৭
(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
ও
সভাপতি
বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক ২৮.০০.০০০০.০১২.২০.০৩২.১৪- ৫৬ তারিখঃ ২০.০৮.২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, ঢাকা {(দৃঃ আঃ অতিরিক্ত-সচিব (বাজেট-০৫)}।
২. চেয়ারম্যান, বিপিসি, চট্টগ্রাম{(দৃঃ আঃ পরিচালক (অপাঃ ও পরিঃ)}।
৩. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, ঢাকা {(দৃঃ আঃ পরিচালক (অর্থ)}।
৪. বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বিপিআই, উত্তরা, ঢাকা।

৬. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ/অপাঃ), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৭. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৯. সচিব, বিইআরসি, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১. পরিচালক, শিল্প ও শক্তি সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১২. উপ-প্রধান, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৩. পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৪. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৫. উপ-সচিব (বাজেট শাখা-১৫) অর্থ বিভাগ, ঢাকা।
১৬. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৭. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৮. আই সি টি কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৯. সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
২০. অফিস কপি।

২৭/৮/১৭

(খালেক মল্লিক)
উপ-সচিব(বাজেট)
ফোন নং-৯৫৪০২৭১